অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য বা সাত্তিক ব্যঞ্জনা (Existential Import of Propositions)

কোন বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য বা সাত্তিক ব্যঞ্জনা আছে তখনই বলা যাবে যদি বচনটির দ্বারা বিশেষ প্রকার বস্তুর বা ব্যক্তির অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়।

অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য বলতে এটাই বোঝানো হয় যে বচনের উদ্দেশ্যপদ দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর অন্তর্গত অন্ততপক্ষে একটি বস্তু বা ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ শ্রেণীটি শূন্যগর্ভ নয়, বচনের উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত শ্রেণীটি সদস্যহীন হলে সেই শ্রেণীকে শূন্যগর্ভ বলে।

যুক্তিবিজ্ঞানে 'কোন কোন' বা 'Some' কথার অর্থ অন্ততপক্ষে একটি। কাজেই 'কোন কোন' মানকবিশিষ্ট বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে এটা স্বীকার করা হয়। তার মানে I ও O বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা আছে।

কিন্তু তাহলে A ও E বচনেরও সাত্তিক ব্যঞ্জনা স্বীকার করতে হয়। কারণ অসমবিরোধিতার নিয়ম অনুসারে A থেকে I ও E থেকে O নিঃসৃত হয়। এক্ষেত্রে আমাদের একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যদি A এবং O এর সাত্তিক ব্যঞ্জনা স্বীকার করা হয় তাহলে উভয়েই একসঙ্গে মিথ্যা হতে পারে। যেমন 'সকল শশশৃঙ্গ হয় ধার্মিক' এবং কোন কোন শশশৃঙ্গ নয় ধার্মিক' এই উভয় বচনেই যদি ঘোষণা করা হয় শশশৃঙ্গ আছে তাহলে উভয় বচনই একসঙ্গে মিথ্যা হবে যদি শশশৃঙ্গ না থাকে। আর যদি A ও O বচন উভয়ে একসঙ্গে মিথ্যা হয় তাহলে তাদের মধ্যে আর বিরুদ্ধ বিরোধিতার কথা আর বলা যাবেনা।

এই অসুবিধাকে কেন্দ্র করে ঐ পদী ও আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানীদের মধ্যে পার্থক্য তৈরী হয়েছে। আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানী বুল এই অসুবিধা দূর করার জন্য নিরপেক্ষ বচনের বুলীয় ভাষ্য দিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

বুলীয় ভাষ্য অনুসারে I ও O বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা আছে। কিন্তু সামান্য বচন সমূহের সাত্তিক ব্যঞ্জনা নেই, নিরপেক্ষ বচনের বুলীয় ভাষ্য অসাত্তিক শ্রেনীর ধারনার ওপর নির্ভরশীল। কোন শ্রেনীর অসাত্তিকতা বা শূন্য গর্ভ শ্রেনী বোঝাতে শূন্য (0) ব্যবহার করা হয়। সুতরাং উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত কোন শ্রেনীর যদি কোন সদস্য না থাকে তাহলে আমরা $S = 0$ বলতে পারি, অন্য দিকে উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত শ্রেনী যদি শূন্য গর্ভ বা অসাত্তিক না হয় তাহলে বলি $S \neq 0$।

বিশেষ বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা নিয়ে আধুনিক ও ঋপদী যুক্তি বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে সামান্য বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা স্বীকার করা হয়না। ঋপদী যুক্তিবিজ্ঞানীদের মতে যখন বলা হয় "সকল মানুষ হয় মরনশীল", তখন ধরে নেওয়া হয় মানুষ আছে এবং অ-মরনশীল মানুষ নেই। কিন্তু আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানীদের মতে আলোচ্য বচনে একথা বলা হয় না যে মানুষ আছে। আসলে এখানে বক্তব্য হল যদি কোন ব্যক্তি মানুষ হয় বা যদি মানুষ থাকে তাহলে সে অ-মরনশীল হবে না।

এখানে আরো বলা হয় যে আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞানে পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, সামান্য, বিশেষ ও বিশিষ্ট বচন। বিশিষ্ট বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। বিশিষ্ট বচনের উদাহরন হল রাম হয় ধার্মিক, শ্যাম নয় পরিশ্রমী ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

এখন প্রশ্ন হবে সামান্য বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা স্বীকার করতে অসুবিধা কোথায়?

আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানীদের মতে সামান্য বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা স্বীকার করলে যে বচনকে যুক্তিবিজ্ঞানীরা নির্বিশেষে সকলেই সত্য বলে মেনে নেন সেই বচন মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

'সকল কুকুর হয় চতুষ্পদ' — এই সামান্য সদর্থক বচনটিকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় কারণ চতুষ্পদ-প্রাণী কুকুরের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা বিশেষ সময়ের কথা ভাবতে পারি যখন কুকুর নামক প্রাণী বিলুপ্ত হবে। তখনও বলতে হবে বচনটি সত্য। অথচ সাত্তিক ব্যঞ্জনা স্বীকার করলে বচনটির বাস্তব সত্যতা দাবী করতে পারবো না।

Scanned by CamScanner